

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ পরিপন্থি বই সংরক্ষণ প্রদর্শন ও বিক্রি নিষিদ্ধ

৥ মুন্না রায়হান ৥

অমর একুশে বইমেলায় একুশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থি বই, পত্রিকা, ক্যাসেট, পোস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ, প্রদর্শন বা বিক্রি বিধিগতভাবে নিষিদ্ধ করা হলো। এবার অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নীতিমালায় তা সংযোজন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার বলেছে, কোনভাবেই একুশে বইমেলায় মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বাধীনতা পরিপন্থি কোন বই বিক্রি হতে পারে না। তাই এবার এ ধরনের বই বিক্রি বিধিগতভাবে নিষিদ্ধ করা হলো। বাংলা একাডেমীর এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ

করেছেন দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীরা। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ দেবীতে হলেও নেয়া হয়েছে। এটাই আনন্দের। তিনি বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিচার চাই। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, বাংলা একাডেমীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। মুক্তিযুদ্ধের আমাদের বয়স্কট করতেই হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ মঙ্গলবার বাংলা একাডেমীতে সাংবাদিকদের বলেন, অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্বাধীনতা ও (১৯শ পৃঃ ৭-এর কঃ টঃ)

অমর একুশে বইমেলা

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ (২০ পৃঃ পর)

মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থি কোন বই, পত্রিকা, ক্যাসেট, পোস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও বিক্রি এবার বিধিগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদিন বইমেলাগুলোতে কোন কোন স্টলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বই বিক্রি হয়েছে কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, গত বইমেলায় দু'একটি স্টলে তা দেখার পর সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এবার বিধিগতভাবে নিষিদ্ধ করা হলো। কেউ তা অমান্য করলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বইমেলা আয়োজনের কাজ। বাংলা একাডেমী চত্বরের পাশাপাশি একাডেমীর সামনের রাস্তা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কিছু অংশে মেলায় আয়োজন করা হবে বলে জানা গেছে। একাডেমীর ভিতরে মেলায় স্থান সঙ্কলান না হওয়ায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত গণপূর্ত ও সিটি কর্পোরেশন থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার পর্যন্ত একাডেমীর ভিতরে ১৬৩টি প্রতিষ্ঠানকে ২৬০ ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত বছর একাডেমীর ভিতরে ৩৮৯টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হলেও এবার একাডেমীর ভিতরে খালি জায়গায় ডবন নির্মাণের কারণে প্রায় ১৫৫টি কম স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে।